কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রমঃ

Program On Welfare And Service Delivery

হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রমঃ

Program for hospital social service

গরীব ও অসহায় দুঃস্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে সহায়তা প্রদান করে হাসপাতালে রোগীদের সুযোগ সুবিধা ও সেবা অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য উম্মুক্ত করার প্রয়াসে বাংলাদেশের ৮৪টি হাসপাতালে 'চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম' পরিচালিত হচ্ছে । তাছাড়া, বেসরকারী বিভিন্ন হাসপাতালের মাধ্যমে বিনামূল্যে দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বিগত ৪ বৎসরের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

বছর	আর্থিক		উপকৃতের সংখ্যা
	রোগী কল্যাণ সমিতির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
২০০১-২০০২	৮৪ টি	১,৫০,০০,০০০/-	২,৫১,২০৮ জন
২০০২-২০০৩	৮৬ টি	১,৬৫,০০,০০০/-	৩,৪০,৮০৮ জন
২০০৩-২০০৪	৮৬ টি	১,৮১,৫০,০০০/-	৩,৪৩,০৭০ জন
২০০৪-২০০৫	৮৬ টি	১,৯৯,৬৫,০০০/-	৩,৪৮,১৫০ জন
মোট (চার বছরে) ঃ	-	**৬,৯৬,১৫,০০০/-**	**১২,৮৩,২৩৬ জন**

সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রমঃ

Integrated Education Program for the blinds

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজস্ব পরিবেশে এবং স্থানীয় শিক্ষালয়ে চক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বিত ভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সাধারণ স্কুলে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রথমতঃ ৪৭ টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং পরবর্তীতে দেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। গত ৪ অর্থ বছরে ১২৬ জন ছাত্র/ছাত্রী এ কার্যক্রমের অধীনে এস.এস.সি পাশ করেছে। আগস্ট, ২০০৩ সালে সমাজসেবা অধিদফতরে রিসোর্স শিক্ষক (২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা) পদে মাস্টার্স এবং বি এস এড ডিগ্রীধারী ৪(চার) জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়োগদান করা হয়েছে।

বিগত ৪ বছরে উপকৃতের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকৃতের সংখ্যা
৩১ জন	২৮ জন	৩৫ জন	৩২ জন	১০২২ জন

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠানঃ
Institution of mentally Retarded Children

এ প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বিগত ৪ বছরে উপকৃতের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকৃতের সংখ্যা
১৪ জন	১৩ জন	১৩ জন	৯ জন	৬০ জন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ঃ
Schools for the visually impaired

সমাজসেবা অধিদফতর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের (অন্ধ বিদ্যালয়) জন্য ৫টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বিদ্যালয়সমূহ ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশালে অবস্থিত। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের পড়াশুনার সুযোগদানের জন্য এসকল বিদ্যালয়ে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। এ সকল বিদ্যালয়ে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। বিগত চার বৎসরে কার্যক্রমটি শক্তিশালী করা হয়েছে এবং বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন করা হয়েছে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ঃ
Institution for deaf and dumb

সরকার শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে ৭টি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (মুক ও বধির) বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বিদ্যালয়সমূহ ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, ফরিদপুর ও চাঁদপুরে অবস্থিত। বিদ্যালয় সমূহে হোস্টেল সুবিধা রয়েছে।

ব্রেইল প্রেসঃ
The computerized Braille Press

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাঠ্যপুস্পক মুদ্রণ ও সরবরাহের জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন (ইআরসিপিএইচ) কেন্দ্রে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রেস রয়েছে। এ কেন্দ্র থেকে মুদ্রিত ব্রেইল পুস্পক বিভিন্ন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে সরকার সরবরাহ করছে।

প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রঃ
Plastic materials Production centre

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টংগী এর অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র (মৈত্রী শিল্প) স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বিশেষতঃ প্লেট, গ্লাস, চায়ের কাপ, বদনা, বালতি, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার এ কেন্দ্রে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিনা টেন্ডারে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্রয় করার নির্দেশ দান করে প্রতিবন্ধীদের উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছে।

মিনারেল ওয়াটার প্লান্টঃ

Mineral / drinking water Plant

মৈত্রী শিল্পের আওতায় বর্তমান সরকারের আমলে ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের সর্বপ্রথম মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের আওতায় উৎপাদিত মিনারেল/ ড্রিংকিং ওয়াটার 'মুক্তা' নামে পরিচিত। বিভিন্ন সাইজের বোতলে বাজারজাতকৃত এ পানির চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যপক্ষে এ প্লান্টে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্রঃ

Artificial Limbs production centre

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন (ইআরসিপিএইচ) কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কৃত্রিম অংগ উৎপাদন হচ্ছে। এ সকল উৎপাদিত অংগের মধ্যে হেয়ারিং মোল্ড, কৃত্রিম হাত, পা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

The Employment Rehabilitation Centre for the Physically Handicapped

ক) জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০ জন। বিগত ৪ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যাসহ এ যাবৎ মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	এ যাবত উপকারভোগীর সংখ্যা
১৭ জন	১৯ জন	১৬ জন	১৯ জন	৫৬১ জন

খ) শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টংগী) ঃ

১৯৭৮ সালে কারিগরী শিক্ষায় আগ্রহী অন্ধ, বধির ও অঙ্গহীন যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা এ সকল প্রতিবন্ধী যুবককে সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫ জন। বধিরদের বধিরতা পরীক্ষা করে শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির যন্ত্র দেয়া হয় এবং শ্রবণযন্ত্র কানে সংযোজনের জন্য কানের মোল তৈরী করা হয়। বিগত ৪ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বছর ভিত্তিক সাফল্যঃ

বছর	আর্থিক	উপকারভোগীর সংখ্যা
২০০১-২০০২	৩,৭৬,০০০/-	৯৪
২০০২-২০০৩	৪,২৮,০০০/-	১০৭
২০০৩-২০০৪	৪,৩২,০০০/-	১০৮
২০০৪-২০০৫	৩,৮৪,০০০/-	৯৬